শচী-দুলাল

রাধা ফিল্ম
কোম্পানীর

গীত-মুখর

বাণী-চিত্র

18-8-34

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর "দক্ষ-যজ্ঞ বা সতী" নামক পৌরাণিক বাংলা মুখর-চিত্রে, 'দক্ষের' ভূমিকায় বাঙলার অদ্বিতীয় চরিত্রাভিনেতা,

নট-শ্রেষ্ঠ—**অহীন্দ্র চৌধুরী**

পরিচালকঃ জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-শিল্পীঃ ডি, জি, গুণে

শব্দ-যন্ত্রীঃ হৃষীকেশ রক্ষিত

শচী-দুলাল

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর গীত-মুখর
ধর্ম্মমূলক

——বাংলা সবাক-চিত্র——

রাধা ফিল্ম কোম্পানী, কলিকাতা

সংগঠনকারী—

আলোক-চিত্র-শিল্পী—ডি, জি, গুণে ও ওয়াশীকার

ঐ সহকারী—বীরেন দে

শব্দ-যন্ত্রী—নৃপেন্দ্র নাথ পাল, এম্-এস্-সি

প্রচার-চিত্র-শিল্পী—মিঃ শা ও ক্ষেত্রমোহন দে

১৭৯।১।এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, রাধা ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার-বিভাগ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৭।১সি, রসা রোড, শ্রীগোবিন্দ প্রেস হইতে শ্রীশৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা-লিপি

অদ্বৈতাচার্য্য—তুলসী চক্রবর্ত্তী

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র—যতীন মিত্র

মুরারী গুপ্ত—সুধীর দত্ত

কাপালিক—রবি রায়

মেঘমালী—মৃণাল ঘোষ

অতিথি—পূর্ণ চৌধুরী

বিশ্বরূপ—ভূপতি চট্টোপাধ্যায়

প্রতিবেশী—কুমার মিত্র

শিশু-নিমাই—শ্রীমান্ বুলু

বালক-নিমাই—শ্রীমতী পূর্ণিমা

শচী দেবী—শ্রীমতী রাণীসুন্দরী

মালিনী—শ্রীমতী রাইমণি

প্রতিবেশিনী—শ্রীমতী স্নেহলতা (কটি)

শিশু-নিমাই—শ্রীমান্ বুলু।

শচী-দুলালের গল্পাংশ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ। তান্ত্রিক ও কাপালিকগণের অত্যাচারে সারাদেশ প্লাবিত। তান্ত্রিক সাধনার আবরণের অন্তরালে কত প্রকার নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। এই নিদারুণ অত্যাচারে ও দেশের দুর্দ্দশায় অতিষ্ঠ হইয়া কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ ভগবদ্‌পরায়ণ সাধুব্যক্তির হৃদয় বিগলিত হইল; তাঁহারা নিরন্তর ভগবানকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

যিনি যুগে যুগে অবতার হইয়া অত্যাচারীকে ধ্বংস ও ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—"

ইহাই যাঁহার শ্রীমুখের বাণী—ভক্তবৎসল সেই ভগবান কি ভক্তের আকুল আহ্বানে স্থির থাকিতে পারেন? গোলকধামে তাঁহার আসন টলিল; শ্রীভগবান শ্রীমতী রাধিকাকে বলিলেন যে ভক্তের আহ্বানে তাঁহাকে ধরা-ভার লাঘবের জন্য পুনরায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। তবে এবার আর দুষ্কৃতগণের ধ্বংসকারী ঘনশ্যাম মূর্ত্তিতে নহে —এবার প্রেমের অবতাররূপে—ধরায় প্রেম বিলাইতে

সমগ্র মানবজাতিকে প্রেমের সূত্রে গাঁথিতে গৌর-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইবেন।

যাঁহার আবির্ভাবের সূচনা মাত্রেই সকল অত্যাচার, সব বিভীষিকা দূরে পলায়ন করে—যাঁহার পূতপাদস্পর্শে শোণিতাপ্লুত ধরণীর বীভৎসমূর্ত্তি জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—শুষ্কপ্রান্তর পুষ্পপল্লব শোভিত কাননে পরিণত হয়—যূপ-কাষ্ঠ মঙ্গল-কলসে রূপান্তরিত হয়, হিংসাত্মক অপবিত্র ধরাধামে তাঁহার আবির্ভাবের যোগ্যস্থান কোথায়?—নারায়ণ স্বয়ং-ই এই সমস্যার সমাধান করিলেন। বীণাপাণির লীলানিকেতন, শাস্ত্র চর্চ্চা ও জ্ঞানের মহাকেন্দ্রভূমি, ভাগীরথীতীরবর্ত্তী পবিত্র নবদ্বীপধামে, পরম বৈষ্ণব মহাপণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের গৃহকেই স্বীয় আবির্ভাবের উপযুক্তস্থান মনোনীত করিলেন ও গভীর রজনীতে মিশ্রের পত্নী শচী দেবীর নিদ্রিতাবস্থায় এক অলৌকিক স্বপ্নের দ্বারা আপন আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

গর্ভাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া এই মহামানবের শৈশব ও বাল্যের প্রতিঘটনায় ও প্রতিকার্য্যে এক অলৌকিক মাহাত্ম্য ও অসাধারণত্ব লক্ষিত হয়। গর্ভাবস্থার ত্রয়োদশমাস অতিক্রান্তপ্রায় হইলেও প্রসবের কোনও লক্ষণ না দেখিয়া মিশ্র বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া

শচী দুলালের একটি দৃশ্য। নিমাই ও শচী-মাতারূপে শ্রীমতী পূর্ণিমা ও শ্রীমতী রাণী সুন্দরী।

পড়িলেন। প্রতিবেশীগণও এই অলৌকিক ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে।

১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে, চন্দ্রগ্রহণের সময়, পূণ্যভূমি নবদ্বীপের পথ-ঘাট যখন হরিসংকীর্ত্তনের সুমধুর ধ্বনিতে মুখরিত, সেই সময় জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ মহাপ্রভুর আবির্ভাবে আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হইল। সমস্ত নগরবাসী মিশ্রের গৃহে শিশু সন্দর্শনে উপস্থিত হইলেন। এমন কি দেবদেবীগণও নগরবাসীদের ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন ও শিশুর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া মিশ্রদম্পতীর সৌভাগ্যে আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

নিম্ববৃক্ষতলস্থিত একটী গৃহে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় শিশুর নামকরণ হইল 'নিমাই'। অতি শিশুকাল হইতেই নিমাইয়ের হৃদয়ে হরিভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মাত্র দুই বৎসরের শিশু নিমাই যখন বায়না লইয়া কাঁদিত তখন হরিনাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুতেই প্রবোধ মানিত না; কোনও নূতন লোক ক্রোড়ে লইতে গেলে হরিনাম-সংকীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোনওরূপে প্রলোভিত করিতে পারিত না। এই হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রলোভন দেখাইয়াই 'মেঘমালী' নামে এক তস্কর

শচী-দুলালের একটি দৃশ্য। নিমাই—শ্রীমতী পূর্ণিমা।

নিমাইয়ের গাত্রস্থ অলঙ্কারের লোভে তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। পরে এক নির্জ্জন অরণ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া যখন সে অলঙ্কারগুলি নিমাইয়ের গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল তখন দেবীমায়ায় বুদ্ধিভ্রংশ ও দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া নিমাইকে লইয়া পিছু হাটিতে হাটিতে যে স্থান হইতে শিশুকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল পুনরায় সেইস্থানে উপস্থিত হইল ও অলঙ্কার সহিত নিমাইকে রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

শিশুকাল হইতেই নিমাইয়ের প্রকৃতি দুরন্ত ছিল। সেই বয়সেই প্রতিবেশীদের গৃহে গিয়া নানাপ্রকার উৎপাত করিত। তত্রাচ তাহার অপরূপ লাবণ্যময় মূর্ত্তি একবার যে দেখিত বা তাহার মধুর কণ্ঠনিঃসৃত আধ আধ হরিনাম একবার যে শুনিত সেই তৎক্ষণাৎ নিমাইয়ের সকল দুষ্টামী ও অনিষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিত।

নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ কিশোর বয়সেই পরম ধার্ম্মিক ও ভগবদ্‌পরায়ণ ছিলেন। তিনি অদ্বৈত প্রভুর নিকট অধ্যয়ন করিতেন। নিমাইও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ যাইত। অদ্বৈত প্রভু নিমাইয়ের মুখে হরিগুণগান শুনিতে ভালবাসিতেন

শচী-দুলালের একটি দৃশ্য ।

এমন কি অধ্যাপন পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধচিত্তে সঙ্গীত-সুধাপান করিতেন।

নিমাইয়ের বয়স ক্রমে সাত আট বৎসর হইল কিন্তু তাহার চাপল্য ও দুষ্টামী না কমিয়া বরং বৃদ্ধি পাইল। প্রতিবেশীদের গৃহে অত্যাচার ও উৎপাতও সমান রহিল। নিমাই কাহারও ফলমূলাদি চুরি করে, কাহারও ঘর হইতে হাঁড়ি শুদ্ধ দধি লইয়া গিয়া সঙ্গীদের সহিত খায়; কাহারও জল আনিবার কলসী ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু এত অত্যাচার সত্ত্বেও প্রতিবেশিনীগণ সকলেই নিমাইকে ভালবাসিত বলিয়া তাহার সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া লইত। ক্বচিৎ কখনও কেহ অতিষ্ঠ হইয়া নিমাইয়ের জননীর নিকট নালিশ করিতে গেলে তিনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া নিমাইকে শাসন করিতে যাইতেন তখন নালিশকারিণীগণও আবার তাঁহাকে নানারূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিত।

একদিন এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হ'ন। মিশ্র দম্পতী কৃতার্থচিত্তে অতিথি সেবার আয়োজন করিয়া দিলেন। রন্ধনাদি সম্পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ যখন চক্ষু মুদিয়া ইষ্টদেবকে অন্নাদি নিবেদন করিতেছিলেন সেই সময় নিমাই আসিয়া অন্নাদি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল। শচীমাতা দেখিতে পাইয়া নিমাইকে তাড়া দিলে সে

পলায়ন করিল। মিশ্র দম্পতী পুনরায় রন্ধনাদির উদ্যোগ করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ পুনরায় রন্ধন করিলেন । অন্ন নিবেদন কালে নিমাই আবার উহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল।

মেঘমালী ও শিশু-নিমাই — মৃণাল ঘোষ ও বুলু।

এবার মিশ্র নিমাইকে এক কক্ষে পুরিয়া শিকল দিয়া বন্ধ রাখিলেন ও অতিথির হাতে-পায়ে ধরিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া পুনরায় তাঁহাকে দিয়া রন্ধন করাইলেন। রন্ধন শেষে অতিথি যখন নিবেদন করিতেছিলেন তখন তাঁহার বোধ হইল যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্নগ্রহণ করিতেছেন। চক্ষু খুলিয়া তিনি দেখিলেন নাড়ুগোপাল বেশী নিমাই তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিতেছেন। তখন ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বালকবেশী নিমাই নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই নয়। মহানন্দে ব্রাহ্মণ সেই মহাপ্রসাদ লইয়া বিতরণ করিতে বাহির হইলেন।

প্রতিদিন স্নানের ঘাটে নিমাই সঙ্গীগণ সহ স্নান করিতে গিয়া নানারূপ উৎপাত করিত। স্নানার্থীদের কাহারও গায়ে কাদা ছিটাইত, কাহারও বা পূজার উপকরণ নষ্ট করিত। একদিন এক ব্রাহ্মণের পূজার উপকরণ নষ্ট করায় তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার পিতার নিকট অভিযোগ করিতে গেলেন; নিমাইও ঘাট পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। পরে পথিমধ্যে কয়েকটী অলৌকিক ঘটনায় ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন—নিমাই সাধারণ বালক নহে স্বয়ং নারায়ণের অবতার।

আর একবার তান্ত্রিকগণ যুক্তি করিয়া বৈষ্ণবদের কয়েকটি গৃহে অগ্নি সংযোগ করিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গৃহই ভস্মীভূত হইয়া গেল ও বৈষ্ণবগণ হাহাকার করিতে লাগিল। ভক্তগণের দুর্দ্দশায় ভক্তবৎসল নারায়ণের হৃদয় বিগলিত হইল; তাঁহার কৃপায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল ও সমস্ত গৃহই আবার অবিকল পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই অলৌকিক মহিমায় সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

যিনি পরবর্ত্তী জীবনে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সারা বঙ্গদেশকে প্রেমের ডোরে বাঁধিয়াছিলেন—যাঁহার মহিমায় জগাই মাধাইয়ের ন্যায় পাষণ্ডগণও পরম হরিভক্তে পরিণত হইয়াছিল---যাঁহার আবির্ভাবে সকল অত্যাচার দেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছিল—তাঁহার বাল্যজীবনের কাহিনী এতই বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ যে তাহা শ্রবণ বা পাঠ করিতে করিতে দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, মনপ্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায় এবং সেই অনন্তমহিমাময় ভগবানের উদ্দেশ্যে মস্তক আপনিই নত হইয়া আসে ও সেই সঙ্গে সমস্ত অন্তর-আত্মা গাহিয়া উঠে—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং
গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তা
শ্চৈতন্যচরিতামৃতম্‌॥

—রাধা ফিল্ম কোম্পানীর—

গৌরবোজ্জ্বল বাণী-চিত্র

শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ—বিনয় গোস্বামী এবং
শ্রীমতী কাননবালা

(বাংলা সবাক-চিত্রের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন)

মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীর সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইলে এই চিত্র খানি আপনাকে দেখিতে হইবে। বাংলার প্রায় প্রতি সহরে "শ্রীগৌরাঙ্গ" প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

সঙ্গীতাংশ।

শ্রীকৃষ্ণ— [১]

কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ
কি কহব না পাইয়া ওর॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে, তুহাঁর স্বরূপ বিনে
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাবকান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে হওব উদয়॥

[২]

অদ্বৈত ও ভক্তগণ—

ভজরে, ভজরে, ভজ গোবিন্দ,
অপরূপ নাম।
কোথাহে, কোথাহে, কোথাহে,
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম।
জয়হে জয়, জয় যদুপতি—
জলধর শ্যাম;
উদয় হওহে, হওহে উদয়—
গোকুল-বল্লভ-শ্যাম।

[৩]

শ্রীকৃষ্ণ—

অমর প্রসূতি ওমা জন্মিয়াছি বারে বারে,
তুমি মা জননী মোর ছিলে প্রতি অবতারে।
রামরূপে আমি যবে অবতীর্ণ এই ভবে
তুমি মা কৌশল্যা হ'য়ে কোলে তুলে নিলে তারে।
আমি সেই কৃষ্ণ তব, যুগে যুগে জন্ম নব,
গোকুলে তোমারি কোলে এনু কংশ কারাগারে।
এসেছি যে নদীয়ায়, ভক্তজনে মোরে চায়,
শচীমাতা হ'য়ে তুই কোলে নেগো মা আমারে।
আমি হ'ব শ্রীগৌরাঙ্গ, আনব ভবে প্রেমতরঙ্গ
হরি ব'লে বাহুতুলে নাচ্‌ব ভক্তি অশ্রুধারে।

[৪]

ছদ্মবেশিনী দেবীগণ—

প্রেম রসেতে সদাই বিভোর রয়,
এর নয়নে সুধার নিঝর বয়।
কোন রংয়েতে কোন পটুয়া
আঁক্‌ল মোহন তুলি ধ'রে—
পাগল করা এ লাবনী
মুনিজন মন হরে।

শচী-দুলালের একটি দৃশ্য।

[৫]

মেঘমালা—

হরি বিনা এ সংসারে আমার নাইরে অন্যকাম
এবার কাছে এলে চুপি চুপি শোনাব'রে হরিনাম।
ছোবনা আর পয়সা কড়ি
এবার জুটিয়েছি পারের কড়ি ;
হবে হরিনামে পরম গতি, চরম পরিণাম।

[৬]

নিমাই—

মোহন মুরলী-হাতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাটে
দেখেছি সে কালিয়া বরণ।
তপন-তনয়া কূলে, কদম্বেরি মূলে,
দেখি শ্যামে হারায়েছি মন ॥
চিকণ কালিয়া রূপ, কিবা তনু অপরূপ
মিলাইয়া দেহ মোরে শ্যাম ;
প্রিয় সখি, দেখাও নীরজ আঁখি
কানু বিনে শূন্যময় হেরি ত্রিভুবন ॥

—·—

শচী-দুলালের একটি দৃশ্য।

শিশু-নিমাই—শ্রীমান্ বুলু। মেঘমালী—মৃণাল ঘোষ।

[৭]

নিমাই—

কে যাবিরে পরপারে আয় ছুটে আয়,
আয় ছুটে আয়।
হেসে কেঁদে ভাস্‌রে সবে—
প্রেম দরিয়ায়।
আয় খুলে ও তোর মায়ার বসন,
সঙ্গে শুধু নেরে সাঁচা মন ;—
গাঙের টানে প্রেমের বানে
পিছে থাকা দায়।

[৮]

নিমাই—

হরিনে অপনা আপ ছিপায়া
হরিনে সুন্দর কর দিখায়া।
হরিনে মুঝে কঠিন বীচ ঘেরি—
হরিনে দুবিধা কাটি মেরি ;
হরিনে সুখ দুখ বতায়ে
হরিনে সব দ্বন্দ্ব মিটায়ে।
ঐসে হরি পৈ তন মন বারুঁ
প্রাণহি ত্যজুঁ হরি নাহি বিসারুঁ।

——

শচী-দুলালের একটি দৃশ্য।

[৯]

নিমাই—

রাধারমণ রমণী-মন-মোহন
বৃন্দাবন-বন-দেব
অভিনব-রাস-রসিকবর-নাগর
নাগরীগণ কৃত সেব ।
ব্রজপতি দম্পতি হৃদয় আনন্দন
নন্দন নবঘন শ্যাম ;
নন্দীশ্বরপুর পূরট পটাম্বর
রামানুজ গুণধাম ॥
গোবৰ্দ্ধন-ধর ধরণী সুধাকর
মুখরিত মোহন বংশ ;
দাম-সুদাম-সুবল-সখা-সুন্দর
চন্দন চারু অবতংস ॥
কালীয়-দমন-গমন-জিত-কুঞ্জর
কুঞ্জরচিত-রতি-রঙ্গ ।
সব-নারী-নর-হৃদয়-মণি-মন্দির
অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ ॥

কাপালিক—রবিরায়।

[১০]

নিমাই—

আমায় বাঁশীতে ডেকেছে শ্যামরায়।
ঘরে যে থাকিতে নারি, ঐ সুরে প্রাণ ছুটে যায় ॥
ডাকে,—রাধে রাধে,—
রাইয়ের লাগি পরাণ কাঁদে,
আপন মনে বাঁশী গায়
ডাকে—আয়, আয়, আয় ॥

[১১]

নিমাই—

জয়তি জয় জয়, বৃষভানু-নন্দিনী
শ্যাম মোহিনী রাধিকে।
কনয়া শত বান কান্তি কলেবর
কিরণে জিত কমলাধিকে ॥
অঞ্জন-গঞ্জন নয়ন-অঞ্জন
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে
মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি
বিজরী কত শত ঝলকিতে ॥

——

শচী-দুলালের একটি দৃশ্য।

[১২]

নিমাই—

জপ নর রাম-নাম রস-বাণী
রাম নাম বিনা সব রস ফিকে।
অরু বিরথা জিন্দগানী ॥
ধন অরুধাম নিরর্থক জগমে
যোবন জোর জওয়ানী
কেঁও মূরখ্ জীবনকি ঘড়িয়াঁ
মায়ামে লপটানি ॥

---

[১৩]

নিমাই ও মুরারী গুপ্ত—

ভজু মন রাম-চরণ দিন রাতি।
রামচন্দ্রকে নাম অমিয় রস—
সো রস কাহে নাহি খাতি ॥

শচী-দুলালের একটি দৃশ্য।

[১৪]

নিমাই ও শ্রীবাসের পুত্র—

দুখ পড়ে তো হরি ভজে
সুখ মে ভজে না কোই।
হরিকে হরিজন অনেক হ্যঁয়
হরিজনকো হরি এক,
সুখমে যো হরিকো ভজে তো
দুখ কাঁহাসে হোই॥
শশীকে কুমুদ অনেক হ্যঁয়
কুমুদনকো শশী এক—
সুখমে বাজ পড়ে, দুখমে বলিহারী যায়।
এ্যয়সে দুখ আওয়ে যো
ঘড়ি ঘড়ি হরি নাম জপেঁই॥

[১৫]

নিমাই—

কেন শুধাও বারে বারে ?
কে আমি—তোমারে
কেমনে বুঝাব বল না,
ও গো বলনা !
যুগে যুগে আসি প্রেম বিলাইতে,
পাপী-তাপী জনে, হরি মিলাইতে
যে ভাবে যে চায়, সেই ভাবে পায়
করিনে জীবনে ছলনা॥

[১৬]

নিমাই—

আমার নাই কোন কুল নাইরে জাতি হায়,
হবো সবার ঘরে সবার সাথী এই নদীয়ায়।
প্রেমের তরী ভাসিয়ে বেড়াই অকূল দরিয়ায়,
কূলহারাদের কূল মিলাব' নামের মহিমায়।

[১৭]

নিমাই—

এমনি ক'রে প্রলয় শিখায়
তোমার প্রেমের আগুণ জ্বালো
দূর হ'য়ে যাক্ মোহ-আঁধার
ঘুচুক্ মনের ময়লা কালো।
ভেদাভেদের আবর্জ্জনা
হোক্ পুড়ে আজ খাঁটী সোনা
অন্ধ যা'রা তাদের চোখে
ফুটুক এবার জ্ঞানের আলো।

নিমাই—

অভেদ জ্ঞানে কতদিনে
দেখ্‌বে তুমি কৃষ্ণ কালী
জাননা কি বৃন্দাবনে
কালা হয়েছিল কালী ॥
রাধা যখন শ্যামের সনে
বসেছিল কুঞ্জবনে,
আয়ান এসে দেখ্‌লে তখন
রাধা পূজে মুণ্ডমালী ;
বুঝে দেখ হৃদয় মাঝে
কোথায় প্রভেদ কালা-কালী ॥

"শচী-দুলাল" দেখিয়া
তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকিলে
সে কথা আপনার
বন্ধু-বান্ধবদের বলিবেন।

শচী-দুলালের শিল্পী-পরিচয়

শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়—ইনি নবযুগের খ্যাতনামা অভিনেতা রূপে মঞ্চ ও চিত্রজগতে সুপরিচিত। আমাদের "শ্রীগৌরাঙ্গ"-এ ইনি 'চাপাল গোপালের' ভূমিকায় সু-অভিনয় করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমান চিত্রে রবীন্দ্রমোহন 'কাপালিকের' ভূমিকায় অবতীর্ণ।

শ্রীমৃণাল ঘোষ—ইনি সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবে গ্রামফোন, রেডিও এবং মঞ্চ ও চিত্র-জগতে বহু প্রসিদ্ধ। আমাদের "শ্রীগৌরাঙ্গ"-এ 'মাধাই'-এর ভূমিকায় ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। "শচী দুলাল"-এ ইনি 'মেঘ-মালীর' ভূমিকায় অবতীর্ণ।

শ্রীকুমার মিত্র—ইনি বহুকাল হইতে নৃত্য-শিক্ষক রূপে মঞ্চ ও চিত্রজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। সবাক চিত্রে উর্দ্দু, হিন্দি ও বাংলা—সকল ভাষায় সমান দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীমান্ বুলু—ইনি "শচী-দুলাল"-'শিশু-নিমাই' রূপে অবতীর্ণ। বর্ত্তমানে বয়স মাত্র ২॥ বৎসর।

কলিকাতার কোন শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে ইহাঁর জন্ম। পুরা নাম ঃ—শ্রীমান্ রঞ্জিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমতী পূর্ণিমা — আমাদের "শ্রীগৌরাঙ্গ"-চিত্রে বালক-নিমাইরূপে অবতীর্ণ। শচী-দুলালেও এই ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। বয়স মাত্র নয় বৎসর কিন্তু এত অল্পবয়সেই ইনি অপূর্ব্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। "শচী-দুলাল"-এর অধিকাংশ গানেই শ্রীমতীর সুকণ্ঠের পরিচয় পাইবেন।

শ্রীমতী রাণী সুন্দরী—নির্ব্বাক ও সবাক চিত্রে এবং মঞ্চ-জগতে সু-অভিনয় করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতী স্নেহ-লতা (কটি)—ইতিপূর্ব্বে ইনি বহুবার নির্ব্বাক চিত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তী—রঙ্গমঞ্চে নানাশ্রেণীর বহু ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি আমাদের "শ্রীগৌরাঙ্গ" ও "শচী দুলাল"-এ 'শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ।